BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

মন নেই ভালো

মন ভালো নেই

সূচিপত্র

বেলা গেল ৪৭, মন ভালো নেই ৪৭, বাসনা আমার ৪৮, নবান্নতে ফিরে গেছে কাক ৪৯, বনমর্মর ৪৯, ভ্রমণ কাহিনী ৫০, দূরের বাড়ি ৫১, দেহতত্ত্ব ৫২, লাইব্রেরিতে ৫৩, ঝর্নার পাশে ৫৪, কবিতা মূর্তিমতী ৫৫, শিশুরক্ত ৫৬, নির্বোধ ৫৬, ছায়ার জন্য ৫৭, তোমার কাছেই ৫৭, জলের কিনারে ৫৮, কিছু পাপ ছিল ৫৯, শূন্যতা ৫৯, চরিত্রের অভিধান ৫৯, অন্য ভ্রমণ ৬১, চুপ করে আছি তাই ৬২, বিদায় ও বিস্মৃতি ৬৩, লোকটি ৬৩, ধ্যানী ৬৪, যাত্রা ৬৭, শরীরের ছায়া ৬৭, শীত এলে মনে হয় ৬৮, পথের রাজা ৬৯, দুঃখ ও জানে না ৭০, ঘুরে বেড়াই ৭০, তোমার খুশির জন্য ৭১, এখনো সময় আছে ৭২, সে কোথায় ৭৩, ছবি খেলা ৭৪, চাসনালা ৭৫, ভাই ও বন্ধু ৭৬, প্রবাস ৭৭, সুন্দরের পাশে ৭৮, তুমি জেনেছিলে ৭৯, প্রতীক্ষায় ৭৯, সেদিন বিকেলবেলা ৮০, সে কোথায় যাবে ? ৮০, তমসার তীরে নগ্ন শরীরে ৮১, যে আমায় ৮২, স্বপ্নের কবিতা ৮৩, জেনে গেছি ৮৩, হলুদ পাখিরা ৮৪, আমার গোপন ৮৫, জল বাড়ছে ৮৬

বেলা গেল

যাবার কথা ছিল ফেরার পথ নেই
এখন বেলা গেল।
দেখেছি নিমফুলে বসেছে মৌমাছি
এখানে মধু আছে ?
দেখেছি বিষাদের দীর্ঘ তটরেখা
তবুও দিন ছিল
যেমন পাঁহাড়ের মুকুটে হেম শিখা
এবং তার পিছে
পিশাচী সভ্যতা ঝড়ের ছল করে
ওড়ায় পারাবত
দেখেছি বনভূমি অগ্নিমালা পরে
রাত্রি চমকায়
জেনেছি মৃত্যুর আড়ালে খেলা করে
স্নেহের শৈশব
যাবার কথা ছিল ফেরার পথ নেই
এখন বেলা গেল।

মন ভালো নেই

মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই
কেউ তা বোঝে না সকলি গোপন মুখে ছায়া নেই
চোখ খোলা তবু চোখ বুজে আছি কেউ তা দেখেনি
প্রতিদিন কাটে দিন কেটে যায় আশায় আশায়
আশায় আশায় আশায় আশায়
এখন আমার ওষ্ঠে লাগে না কোনো প্রিয় স্বাদ
এমনকি নারী এমনকি নারী এমনকি নারী
এমনকি সুরা এমনকি ভাষা
মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই
বিকেল বেলায় একলা একলা পথে ঘুরে ঘুরে
একলা একলা পথে ঘুরে ঘুরে পথে ঘুরে ঘুরে
কিছুই খুঁজি না কোথাও যাই না কারুকে চাইনি

কিছুই খুঁজি না কোথাও যাই না
আমিও মানুষ আমার কী আছে অথবা কী ছিল
আমার কী আছে অথবা কী ছিল
ফুলের ভিতরে বীজের ভিতরে ঘুণের ভিতরে
যেমন আগুন আগুন আগুন আগুন আগুন
মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই
তবু দিন কাটে দিন কেটে যায় আশায় আশায়
আশায় আশায় আশায় আশায়
আশায় আশায়···

বাসনা আমার

যতদিন পারি আমার নীল পেয়ালায়
পান করে যাবো ক্ষণিকের কৌতুক
বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
বিশাল ডানায় সন্ধ্যা যে মধুভুক্
বিহঙ্গমের বন্দনা গান গায়—
বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
তাকে কি পারি না দিতে আমি যৌতুক
এই পৃথিবীটা নিত্য অবহেলায়
বারে বারে ভরে অনিত্য নীল পেয়ালা !

কোথাও পাহাড়ে আগুন জ্বেলেছে কেউ
মাদলে দ্রিমিক দূর থেকে শোনা যায় ।
চিঠিবাহী উড়ো জাহাজে মেঘের ঢেউ
পাগলা ঘন্টি বাজে কি জেলখানায় ?
নগরে বাজারে স্বর্ণ লোভীর ফেউ
সোনালি রৌদ্র কাঞ্চনজঙ্ঘায় !

আমি কেউ নই সম্মিলিত এ সুরে
যারা কাছে ছিল তারা আজ বহুদূরে
টেলিপ্রিন্টারে ছিন্নভিন্ন পৃথিবী
সকলেই বলে, কী দিবি, কী দিবি, কী দিবি ?

বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
তুমি কি এখনো নিরালায় ভালোবাসো না
পান করে যেতে ক্ষণিকের কৌতুক ?
সাথী কেউ নেই ? আয়নায় কার মুখ ?

নবান্নতে ফিরে গেছে কাক

কোকিল কি ডেকে উঠেছিল ?
সে ভালো করেনি
তখন যে কথা ছিল
নতুন ধানের সুগন্ধের !
নবান্নতে ফিরে গেছে কাক !

বৃষ্টির ফোঁটা কি জুঁই ফুল ।
ঠিক যে মেলে না
বাঁধ ভেঙে ডুবেছে প্রাচীন
শিশুটিও ডুবে গেছে বানে

দূরে কারা হেঁটে ফিরে যায়
কাছে কি কখনো আসবে না ?
হাসুহানাতে দেখি সাপ
পাপ নেই কাগজে কলমে

কোকিল কি ডেকে উঠেছিল ?
সে ভালো করেনি
নবান্নতে ফিরে গেছে কাক ।

বনমর্মর

সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া
পড়ে আছে মিহিন কাচের মতন জ্যোৎস্না
শুকনো পাতার শব্দ এমন নিঃসঙ্গ

সেই সব পাতা ভেঙে
ভেঙে ভেঙে ভেঙে ভেঙে চলে যেতে
যেতে যেতে যেতে যেতে
বাতাসের স্পর্শ যেন কার যেন কার যেন কার
যেন কার ?
মনেও পড়ে না ঠিক যেন কার নরম অঙ্গুলি
এই মুখে, রুক্ষ মুখে, আমার চিবুকে, এই
কর্কশ চিবুকে
ঠোঁটে, ঠোঁটের ওপরে, এবং ঠোঁটের নিচে
চোখের দু'পাশে যে কালো দাগ
সেখানেও
যেন কার, যেন কার কোমল অঙ্গুলি
কপালে হিঙ্গুল টিপ, নীলরঙা হাসি
পেছনে তাকাই আর দেখা যায় না
জ্যোৎস্না নেই, বোবা কালা অন্ধকার
শুকনো পাতার শব্দ...
সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া, ফিরে যেতে যেতে যেতে ।

ভ্রমণ কাহিনী

আমার খুব কুচবিহার যেতে ইচ্ছে হয়
কেননা কুচবিহারের প্রতিটি শিশুর মুকুটে সাপের মাথার মণি
আমার ইচ্ছে করে আমি ওদের ব্রতচারীর সঙ্গী হই ।
কুচবিহারের প্রেতচ্ছায়া গাছে গাছে ঠিকানা লেখা চিঠি ঝুলছে
হলুদ পোশাক পরা যৌবন ওখানে মধ্য রাত্রির চাঁদের তলায় এসে
পাশা খেলে
কুচবিচারের ভূমধ্যহ্রদ থেকে ছিটকে ওঠে অশ্বমেধের ঘোড়া
আমার দিকে হ্রেষার হাস্য ছুঁড়ে দেয়
আমি তর্জনীতে আঙুলে ঠেকিয়ে বলি, চুপ, আমি যাচ্ছি ।
রবীন্দ্রনাথের প্রচার সচিবের চাকরি নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে ঘুরতে
আমার একদিন ইচ্ছে করে কুচবিহার যেতে
ওখানকার জ্যোতির্ময় বিকেলবেলায় সবুজ মখমলে শুয়ে
ক্রমশ হারিয়ে যাই

কুচবিহারের ন্যাসপাতি গাছে বসা পাখির একটা পালকের জন্য
আমার সমস্ত ছেলেবেলার দুঃখ মুচড়ে ওঠে
অভিমানে ইচ্ছে হয় রেললাইন উপড়ে লণ্ডভণ্ড করতে,
বিবর্ণ কোন চাষীকে সেচকার্যের জন্য আমি আমার চোখের
জল ধার দিতে চাই।
কুচবিহারের নারীরা স্বর্গের খুব কাছাকাছি বলে উদ্ভিন্ন যৌবনা
জলপরীর মতন তারা আমাকে একমুহূর্তের মায়া দেবে বলেছিল।
তারা 'আনি মানি জানি না পরের ছেলে মানি না' খেলতে খেলতে
আমাকে এসে ছুঁয়ে দিল
তারা আমাকে তাদের বিশাল উরসে জড়িয়ে ধরে বললো,
তুমি খেজুর গাছ কিংবা শজারু—তা জানি না
আমাদের ছোঁয়ায় সবই দেবদারু।

দূরের বাড়ি

অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে শুধু একটি
আলো-জ্বালা বাড়ি
রাত্রির সমুদ্রে জাহাজের মতন, হঠাৎ
মনে হয় সত্যিই ভাসমান
বাড়িটির প্রতিটি ঘরে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ,
কিংবা হাজার হাজার ঝাড়লণ্ঠন—
অথচ ওখানে যাবার কোনো
পথ নেই
এত অন্ধকার, এত নিঃসঙ্গ, হারিয়ে-যাওয়া
প্রান্তরের মধ্যে
ঐ বাড়িটি কেন ? কেন ? দূরে গাছের নিচে
দাঁড়িয়ে আমি কোনো
উত্তর পাই না !

দেহতত্ত্ব

কী ঘর বানাইছে দ্যাখো সাহেব কোম্পানি
এক অঙ্গে লক্ষ মুখ শতেক বাখানি
কী ঘর বানাইছে দ্যাখো সাহেব কোম্পানি ।

ঘরের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড ঘরেই পুষ্করিণী
তারই মধ্যে উথাল পাথাল ঘরের মানুষ যিনি
আহা কী ঘর বানাইছে দ্যাখো···

ঘরে ভোমরা গুনগুন করে ঘরে ডাকে ময়না
আর চক্ষের জলে হাপুস হুপুস ঘরে কেহই রয় না
আহা কী ঘর বানাইছে···

ঘরে ইন্দুর ঘুরঘুর করে বিড়ালে ধায় পিছে
আর ইন্দুর বিড়াল দুই বন্ধু একসঙ্গে হাসিছে
আহা কী ঘর···

ঘরের শোভার নাই তুলনা রোশনি হাজার হাজার
ঘরের মধ্যে নিউ মারকিট ঘরেই চোরাবাজার
আহা····

ঘরের দেয়াল ফক্কবেনে প্রলয় নাচে বাইরে
সুনীল ক্ষ্যাপা কয়রে আমি তাইরে নাইরে নাইরে
আমি তাইরে নাইরে নাইরে

রাজকুমারী

ভোরে উঠে মুখ দেখি রাজকুমারীর
ঠোঁটে প্রজাপতি রং
এত অনভিজ্ঞ চোখ শুধু ভোরবেলা দেখা যায়
বারান্দায় দাঁড়ালো সে
শৌখিন মাঝিকে হাতছানি দিতে
সংবাদপত্রেরও আগে কলকাতার অস্পষ্ট প্রত্যূষ
তার চুলে শোভা দেয়
এবং সূর্যেরও সাধ হয় ছুঁয়ে দিতে !

আমি তো দর্শক নিষ্পলক
রাজকুমারীর আলো মেখে নিই চোখে মুখে
সারা গায়ে
শুধু মনে হয়, কোন দেশ ? কোন দেশ ?

লাইব্রেরিতে

লাইব্রেরির মধ্যে কেন পড়েছিল অর্ধবোনা উল ?
আপন মনেই যেন বলটি গড়িয়ে পড়ে ভুঁয়ে
এখানে সবাই অশরীরী
এখানে অরণ্য
একটি বা দুটি রৌদ্র বর্শা হয়ে ফুঁড়ে আছে
মনীষার দীর্ঘশ্বাস এখানে বাতাস ।

উলের বলটি খুব নিঃশব্দে লাফিয়ে যায় অন্ধকারে
পড়ে থাকে রক্তবর্ণ রেখা
ফরফর আওয়াজে ওড়ে একটি বইয়ের পাতা
যেন কিছু জানবার আছে
গ্রন্থকীট ডুবে থাকে লবণ সাগরে
চার্বাকপন্থীরা হাততালি দেয়
বাইজেন্টাইন সভ্যতার ঘুরে যায় ঘাড় ।

বাইরে থেকে ফিরে এসে দুটি হাত

তুলে নেয় কাঁটা
গাঢ় চাহনির মধ্যে কৌতুক বিস্ময়
অতৃপ্ত আত্মারা তাকে ছুঁতে চেয়ে এখন নীরব
নরম বুকের কাছে কাল্পনিক চুমু !
চেয়ারে.বসার আগে সে দু'বার দু'দিকে ঘুরেই
আচম্বিতে দেখে নেয়
সারা অঙ্গে জড়ানো পশম
ঠিক যেন ল্যাবিরিন্থে ঢোকার বিখ্যাত সতর্কতা
গ্রীস রোম তৎক্ষণাৎ ধন্যবাদ দিল
রাজকুমারীর মতো সে এখন কোন্ যুদ্ধে যাবে ?

ঝর্নার পাশে

ঝর্নায় ডুব দিয়ে দেখি নিচে একটা তলোয়ার
একটুও মর্চে পড়েনি, অতসী ফুলের মতো আভা
আমার হাতের ছোঁয়ায় হঠাৎ ভেঙে গেল তার ঘুম
তুলে নিয়ে উঠে আসি, চুপ করে বসে থাকি কিছুক্ষণ
কাছাকাছি আর কেউ নেই
যেন ঝর্নাটাই আমার হাতের মুঠোয়, রৌদ্রে দেখছি
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
মাঝে মাঝে এক একটা ঝিলিকে চোখ ঝলসে যায়
মনে হয় না বহু ব্যবহৃত, ঠিক কুমারীর মতন
কোথাও ঘোড়ার ক্ষুর বা রক্তের দাগ নেই,
শান্ত বনস্থলী
মাঝে মাঝে অনৈতিহাসিক হাওয়া
একটি মৌটুসী খুব ডাকাডাকি করছে তার সঙ্গিনীকে
জলের চঞ্চল শব্দ তাকে সঙ্গতি দেয়
আমার চোখের সামনে হু-হু করে পিছিয়ে যেতে
থাকে সময়
কয়েকটি শতাব্দী গাছের শুকনো পাতার মতন উড়তে থাকে
সেই রকম একটা শুকনো পাতা ভেঙে গুঁড়িয়ে
নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকি

মনে পড়ে, অথচ ঠিক মনে পড়ে না
শুকনো পাতাগুলি আমি নৌকোর মতন ভাসিয়ে দিই
ঝর্নার জলে।

কবিতা মূর্তিমতী

শুয়ে আছে বিছানায়, সামনে উন্মুক্ত নীল খাতা
উপুড় শরীর সেই রমণীর, খাটের বাইরে পা দু'খানি
পিঠে তার ভিজে চুল
এবং সমুদ্রে দুটি ঢেউ
ছায়াময় ঘরে যেন কিসের সুগন্ধ,
জানালায়
রৌদ্র যেন জলকণা, দূরে নীল নক্ষত্রের দেশ।

কী লেখে সে, কবিতা ? না কবিতা রচনা করে তাকে ?

সে বড় অস্থির, তার চোখে বড় বেশি অশ্রু আছে
পাশ ফেরা মুখখানি—
এখন স্তব্ধতা মূর্তিমতী
শাড়ির অমনোযোগে কোমরের নগ্ন বারান্দায়
একটি পাহাড়ী দৃশ্য
সবুজ সতেজ উপত্যকা
কেন বা নদীও নয় ? অথবা সে অপার্থিবা বুঝি !

কী লেখে সে, কবিতা ? না কবিতা রচনা করে তাকে ?

নগরে হঠাৎ বৃষ্টি, বৃষ্টিতে দুপুর ভেসে যায়
সে দেখেনি, সে শোনেনি কোনো শব্দ
যেন এক দ্বীপ
যেখানে হলুদ বর্ণ রক্তিমকে নিমন্ত্রণে ডাকে
অথবা সে জলকন্যা,
দু' বাহুতে হীরকের আঁশ

ক্রমশ উজ্জ্বল হয়, আঙুলে কলম চিত্রার্পিত
কী লেখে সে, কবিতা ? না কবিতা রচনা করে তাকে ?

শিশুরক্ত

বাসেল, অবোধ শিশু, তোর জন্য
আমিও কেঁদেছি
খোকা, তোর মরহুম পিতার নামে যারা
একদিন তুলেছিল আকাশ ফাটানো জয়ধ্বনি
তারাই দু'দিন বাদে থুতু দেয়, আগুন ছড়ায়—
বয়স্করা এমনই উন্মাদ !
তুই তো গল্পের বই, খেলনা নিয়ে
সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন বয়েসেতে ছিলি !
তবুও পৃথিবী আজ এমন পিশাচী হলো
শিশুরক্তপানে গ্লানি নেই ?
সর্বনাশী, আমার ধিক্কার নে !
যত নামহীন শিশু যেখানেই ঝরে যায়
আমি ক্ষমা চাই, আমি সভ্যতার নামে ক্ষমা চাই।

নির্বোধ

ওরা যারা যখন তখন মরে
তাদের জন্য মায়া কান্না কেঁদেছে কুম্ভীরে
কুম্ভীরেরা যখন মরে তাদের জন্য কান্না
সাংবাদিকের ভাষায় ছোটে বন্যা

তুমি ভাবলে, আমি তো ভাই কারুর ইয়েয় কাঠি
দিইনি কক্ষনো
বরং মানবতার জন্য দিয়েছি দক্ষিণে !
পুজোর সময় যে যায় আনতে রাঁড়-পাড়ার মাটি
তার ঘরেই রক্ত তোলে
বারো মাসের সাথী বেশ্যাটি !

তুমি ভাবলে ঝুট ঝামেলায় যে যাবে সে যাক
আমি বরং আড়ালে নির্বাক !
শিল্প ছিল সাপের ফণা, শিল্প ছিল রোদ
জীবন ছিল জীবন থেকে বড়
সে সমস্ত গপ্পো কথা মনে রেখেছে নিতান্ত নির্বোধ
ভিড়ে যাকে বলছে সবাই, হঠো ! আগে বাঢ়ো !

ছায়ার জন্য

কেউ কাছে নেই, ছায়া গেছে দূর বনে
ভাবনা ছড়ানো দিন
পাথর ভাঙছে পাথরের কারিগর
পশ্চিমে যায় আয়ু !

নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে নারী
বিরলে নিজেকে দেখা
কেউ কাছে নেই ছায়া গেছে দূর বনে
নারীর কিনারে নদী ।

যে কোন সোপান স্বর্গের সিঁড়ি ভেবে
একজন এসেছিল
প্রকৃত স্বর্গ সমুখে পেয়েও তার
ছায়ার জন্য শোক !

তোমার কাছেই

সকাল নয়, তবু আমার
প্রথম দেখার ছটফটানি
দুপুর নয়, তবু আমার
দুপুরবেলা প্রিয় তামাশা
ছিল না নদী, তবুও নদী
পেরিয়ে আসি তোমার কাছে

তুমি ছিলে না, তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা !

শিরীষ গাছে রোদ লেগেছে,
শিরীষ কোথায়, মরুভূমি !
বিকেল নয়, তবু আমার
বিকেলবেলার ক্ষুৎপিপাসা
চিঠির খামে গন্ধ বকুল
তৃষ্ণা ছোটে বিদেশ পানে
তুমি ছিলে না, তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা !

জলের কিনারে

আমার মন খারাপ, তাই যাই জলের কিনার
জল তো চেনে না, জল কঠিন হৃদয়
বিস্মরণ মূর্তিমান হয়ে থাকে জলের গভীরে
ছায়া পড়ে ! কার ছায়া ?
যে দেখে সে নিজেও চেনে না

জলে রাখি ওষ্ঠ, যেন কবেকার সেই ছেলেবেলা
প্রথম উরুর কাছে মুখ, বুক কেঁপে ওঠা
প্রথম নারীর ঘ্রাণ
আসলে তা ছেলেখেলা—আমি কাছাকাছি নারীকেই
শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে
ফ্রক পরা সশরীর মাঠে ছেড়ে দিই !

কোমল স্তনের পাশে অভিমান
হালকা মেঘের ছায়া
চোখ দুটি চলচ্চিত্র, দু'হাত বাড়িয়ে
হাহাকার করে বলি,
কাছে এসো !
একবার ধরা দাও !

এসবও কল্পনা, আমি খুব কাছাকাছি নারীকেই
শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে ঘন ঘোর দুঃখে মেতে থাকি
জলের কিনারে
জল তো চেনে না, জল কঠিন হৃদয় !

কিছু পাপ ছিল

স্নেহের ভিতরে কিছু পাপ ছিল
যেমন গ্রন্থের মধ্যে ঘুণ,
বিশ্বাসের মধ্যে কোনো শাপ ছিল
জতুগৃহে যেমন আগুন ?
স্নেহ কেন জেগে ওঠে সশস্ত্র উত্তরে,
বিশ্বাসও স্বৈরিণী হয় অন্ধকার ঘরে !

শূন্যতা

শূন্য খুব বিশাল যেমন পিনের মাথায় শূন্যতা
ভালোবাসার মতন আমি শূন্যতায় পথ হাঁটি
পথ ঘুরে যায় লেভেলক্রশিং পথ ঘুরে যায় চৌমাথায়
পথ ঘুরে যায় হোটেল রুমে, জানলা ভাঙা ছিটকিনি—
দেয়াল দ্যাখো দেয়াল, ঐ বাইরে দ্যাখো শূন্যতা

শরীর শুধু খেয়াল যেন ছেলেবেলার খুনসুটি
শরীর দিয়ে তোমায় চেনা মধ্যে থাকে শূন্যতা

চরিত্রের অভিধান

১ রূপসী

কোথায় তোমার রূপ, গ্রীবায় না চক্ষের মণিতে।
অথবা স্তন-কোরকে, উন্মুক্ত জঙ্ঘায়, ঠিক জানি না !

এক এক বয়েসে তুমি এক এক রূপিণী,
তোমার না, আমার বয়েসে !
কে আছে হেন পুরুষ, এক শরীরের রূপ
দেখে নিতে পারে
নিতান্ত এক জীবন, মর চক্ষে ?
কেউ পারে না, জানি !
অসতী দর্পিতা হলে রূপ আসে, স্ফুরিত অধরে
ঝলসাক্ মিথ্যে প্রেম, মোহিনী ভ্রূ-ভঙ্গে
লোভ রতি প্রবঞ্চনা, জাদুদণ্ড হাতে তুলে নিলে
কবিতায়, শিল্পে তার স্থান দিতে
হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে কিনা ?

২ বাচাল

ওদের সবার জন্য একটা পৃথক ভূমি খুঁজে দিতে হবে
বাচাল বুড়োর দল সারাক্ষণ
ছেলেখেলা নিয়ে মত্ত থাকে সেইখানে ।
সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, আণবিক, অতি দানবিক
ক্রেমলিন-লণ্ডন-রোম-প্যারিস-পিকিং, সাদা বাড়ি
ঐ যে অদ্ভুত মুখ, উত্তেজিত ক্ষীণ মুষ্টি
জুলজুলে চোখ সারি সারি
ওরা নিজেদের জন্য তিন হাত মাটি খুঁড়ে নিক্ ।

৩ প্রতিপক্ষ

রোদ্‌দুর বৃষ্টির স্বাদ ঐ লোকটা
বেশি পেয়েছিল
বুক ভরে আজীবন ঐ লোকটা
নিশ্বাস নিয়েছে
পবিত্র ঘুমের স্বাদ, সমস্ত স্বপ্নের স্বর্গ,
স্বচ্ছ জীবনের
সব উপভোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে
একলা ঐ লোকটা গেল বেঁচে !

চোখে চোখ রাখো বাহুতে শয়ান বাহু
ধমনী শোনাক্ দুই হৃৎস্পন্দন
মুখচন্দ্রিমা গ্রাসে ওষ্ঠের রাহু
পান করো এই দেহের তীব্র অমিয়
স্মৃতি যেন পায় রক্তবীজের আয়ু
পান করো এই দেহের তীব্র অমিয়
তবে, একা নয়, ছোটদেরও কিছু দিও !

অন্য ভ্রমণ

ঈষৎ ধারালো রোদে কুমীরের ডিম খোঁজে
মানুষ-শিশুরা
খাঁড়িতে জোয়ার
সারি সারি কূর্মকায় ম্যানগ্রোভ ঝোপে
ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ
অদূরে অরণ্যভূমি প্রত্যক্ষদর্শীর মতো স্থির
পাড়োক গাছের শীর্ষে টিট্রিভের মন-কাড়া ডাক
তারই মধ্যে বেজে ওঠে স্টিমারের ভোঁ।

জাহাজ ঘাটার থেকে বিশ পা বাড়ালে
আবার বৃক্ষের দেশ, আবার নির্জন
বালিয়াড়ি ভেঙে ভেঙে হেঁটে যাও
ভাঙা শঙ্খ, ঝিনুক, কোরাল
পান্না রং জলে ঘোরে চুনী-রঙা মাছ
পাথরের পিঠে ধার, এখানে বসো না।

যদিও বাতাস নেই, তবুও চলায় ক্লান্তি নেই
যেন কেউ ডাকে
যেন কেউ বসে আছে বাঁকের আড়ালে—
ছিল
তীর ও জলের সীমা ঘেঁষে শুয়ে ছিল এক

পা-বাঁধা হরিণী

তখনো সামান্য প্রাণ, তখনো চোখের মধ্যে দ্যুতি
কাছে যাই
চার চক্ষু বিস্ময়ের পাল্লা দেয়
কে ওখানে, কেন ওকে, কোন অপরাধে ?
ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াতেই
হামলে আসে ঢেউ
প্রতিটি পরের ঢেউ আগের ঢেউকে দীন করে
তটভূমি দূরে সরে যায়
জুতো না ভিজিয়ে আমি পিছু হটে
এবং ক্রমশ পিছু হটে, চেয়ে থাকি
জলের বিরাট জিভ হরিণীকে নিয়ে যায়
এবং অদৃশ্য করে নেয় !
আর একটু আগেও যদি নিত
তা হলে এ ভ্রমণকারীর নিঃসঙ্গতা
আরও একটু বিধুর হতো না !

চুপ করে আছি তাই

সে ভেবেছে, চুপ করে আছি তাই সকলি মেনেছি
সে জানে না, কোন তমসার পারে বাঁধা আছে তাঁবু
সে ভেবেছে, বকুল তলায় যাকে নিত্য দেখা যায়
সে কখনো দুপুর রোদ্দুরে আর একা বেরুবে না
সে ভেবেছে, জীবন দিয়েছে যাকে হলদে ঝুমঝুমি
খেলা ঘরে যার বেলা টুকিটাকি সান্ত্বনা পেয়েছে
সে কখনো দেখবে না, দু'হাতের সোনালি শৃঙ্খল !
সে জানে না, নদী প্রান্তে যে আছে সে চেনে সর্বনাশ !

বিদায় ও বিস্মৃতি

বিদায়ের পাশ থেকে উঠে যায় দুটিমাত্র স্মৃতি
ওরা ছিল, ওদের সময় হয়ে গেল
বিদায় হলুদ বর্ণ, ওরা কিন্তু হরিতে-হিরণে
সেজেছিল যৌবনের সাজ
সরু গলিপথ ওরা আলো করে দিয়ে গেল
এই শেষবার।

বিস্মৃতির পাশ থেকে ঝরে পড়ে এক বিন্দু স্বেদ
এমন শীতের বেলা, এমন মধুর জ্যোৎস্নারাতে
এ কি হলো ?
বিস্মৃতির রং ছিল শেষ মেঘ, সাংঘাতিকভাবে জেগে থাকা
এ জীবন যেমন উজ্জ্বল
তার পাশ থেকে কেন ঝরে পড়ে লবণাক্ত উষ্ণ এই কণা
কোথায় এ ছিল, কিংবা কোন্‌দিকে যাবে ?
কাকে যে শুধাই ? হায়, এর কথা বিদায় জানে না !

লোকটি

লোকটি ভীষণ ব্যস্ত এবং অহংকারী
লোকটি ভীষণ দামী এবং গেরেমভারি !
লোকটি দারুণ গাবগুবাগুব গুমসো গোসা
লোকটি দারুণ হাকুম চাকুম কাঁঠাল খোসা
তবু তাকেও ভয় পাবার তো কিচ্ছুটি নেই
মুখোশ খুলে এক মিনিটও কি ছুটি নেই ?
হলো বা তার চকচকাচক চাঁটাস চামা
তোমার আমার মিনমিনে মিন মাগনা দামা ?
উপুড় হয়ে হাত পা ছুঁড়ে রাত্রি বেলা
সেও তো খেলে খাট বিছানায় একই খেলা !
তোমার আমার মতন তারও সর্দি হলে
হঠাৎ হঠাৎ শব্দ করেই গয়ের তোলে !

BDeBooks.com

লোকটি ভীষণ ব্যস্ত এবং অহংকারী
লোকটি ভীষণ দামী এবং গেরেমভারি !
তবু তাকে ভয় পাবার তো কিচ্ছুটি নেই
মুখোশ খুলে এক মিনিটও কি ছুটি নেই ?

ধ্যানী

—সমস্ত পতন তুচ্ছ করে,
উঠে এসো !
—কোথায় তোমার হাত ?
—নির্লজ্জ ভিখারী, তুমি এখনো শরীর চাও ?
—এখনো কাটেনি নেশা
—চিবুকে চিমটি দিয়ে জাগাও নিজেকে
—তোমার চিবুকে ? তবে চিমটি কেন
চুম্বনেই বেশি সুখ
কচি পেয়ারার মতো ঐ থুতনি
উপমাবিহ্নী ঠোঁট, শুধু আস্বাদের
যোগ্য
—এ সবই পুরোনো কথা—
জেগে ওঠো,
শোনাও জ্যা-শব্দ এই ধরিত্রীকে
—এখনো কাটেনি নেশা
—গুহা ছেড়ে বাইরে এসো
ও তোমার যোগ্য জায়গা নয়
কঠিন পাথর, চামচিকের গন্ধ, অন্ধকার
—বড় বেশি অন্ধকার, ঠাণ্ডা, ভারী স্নিগ্ধ
—প্রমিথিউস কার ভাই ?
—আমারই, যদিও বৈমাত্রেয়
—বাইরে এসো ! কতদিন দেখিনি তোমাকে
—এ যেন প্রেমের ভাষা মনে হচ্ছে ?
ফের নেশা জমে উঠবে
হাতটা বাড়িয়ে দাও
টেনে আনি তোমাকেও এই কালো

মোলায়েম, আঁধার শয্যায়

—প্রেম কি নেশার বস্তু ? শুধু ঘাম ?
—কি বললে ? শুধু কাম !
মোটেই না !
ওষ্ঠের লাবণ্য স্পর্শ, সে কি কাম ?
কোমর জড়িয়ে ধরে শরীরের গন্ধ নেওয়া
কিংবা যদি মিলনের নেশা জাগে
কী মধুর তীব্র-খেলা
মিথ্যেবাদীরাই শুধু এর অন্য নাম দেয়
—শুধু খেলাতেই সব শেষ ? আর কিছু
কাজ নেই ?
—পূর্ববঙ্গে সব কাজকেই কাম বলে—
ওরা খুব দার্শনিক !
—আমি চলে যাই ?
—যাও না ! কে আটকাচ্ছে ? বাইরে কত আলো
শিরীষের ডালপালা ছুঁয়ে আছে নম্র ভোরবেলা
সমাজতন্ত্রের ভাষ্য মুখে নিয়ে
পাখি উড়ে যায়
ধারাবর্ষণের মধ্যে হেঁটে যান মাদার টেরেসা
সমুজ্জল প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন মানুষের ঘর
আমার তো ঈর্ষা নেই,
প্রকৃতির সঙ্গে আমি দ্বৈরথে নামি না ।
—তুমি এর বাইরে থাকবে ?
—ক্ষতি কি, দু' একজন যদি থেকে যায় এ-রকম ?
—এই নোংরা অন্ধকারে ? গড়ানো গুহায় ?
—আমার যে ধ্যান আজো শেষ হয়নি
ধ্যানী মাত্রই তো গুহাবাসী
তাই না ?
—বলো তো কিসের ধ্যান
—সে বিষম গুহ্যতত্ত্ব
—আমাকেও বলবে না ?
—একমাত্র তোমাকেই বলতে পারি
কেননা ধ্যানের লক্ষ্য তুমি !
—এ কেমন চাওয়া, যার শেষ লক্ষ্যে আত্মহত্যা ?

এ কেমন বেঁচে থাকা, যার কেন্দ্রে
জীবনের বিমুখতা ?
শরীর নীরব হয়, বাসনার ঘুম পায়
নদীও শুকিয়ে যায় এমন কি
—সবই তো বদলে যায়
—আর তুমি ?
—কেন এত জ্ঞান দিচ্ছো ? আসতে চাও এসো
কিংবা কেটে পড়ো
—আমি তো পতন চাইনি, আমি চাই,
তোমার উদ্ধার !
—অয়ি দয়াবতী, পৃথিবীতে-আর কোনো আর্ত নেই ?
করুণা-বিলাসী যদি হতে চাও
করুণা-ভিখারী তুমি ঢের পাবে
আমি বড় অহংকারী !
—কোথায় সে অহংকার ? যা তোমাকে
উঠে দাঁড়াবার শক্তি দেবে ?
যা তোমার স্নায়ুকে করবে তীক্ষ্ণ
কপাট ভাঙার আগে দীর্ঘশ্বাস ফুরোবে না
গ্রন্থের পিপাসা থেকে নদীর বাঁধের কাছে
মুক্তি দেবে জল
মানুষকে চিনে নেবে তোমার দর্পণে
—কি রকম চেনা চেনা কথাগুলো
কিছু দাড়িওয়ালা
মহাপুরুষের কারখানায়
হয় না এসব তৈরী ?
রাখো !
যদি চাও, উপহার দাও ঐ পিঙ্গল শরীর
আমার বুকের কাছে পা ছড়িয়ে বসো—
শান্তি দাও ! হে সুন্দর
মাধুর্যের ঝাপটা দাও, কানে কানে বলো
কোনো মর্মকথা
না হয়তো চলে যাও, কোনো খেদ নেই !
—যেতে হবে জানি ! এখনো তোমার নেশা
সত্যিই যায়নি দেখছি।

এর পর তুমি...
—আরও পতনের দিকে যাবো। পুনরায়
ধ্যানে বসবো
—কার ?
—কার আবার ? তোমারই তো
—আমাকে বিদায় করে আমাকেই ধ্যান করবে ?
—আমার ধ্যানের নেশা
আমি এই নিয়ে বেশ আছি !

যাত্রা

ভাঙা নৌকোয় যাত্রা, তবুও জায়গা আছে
টলমল করে সূর্যের ঘড়ি
পকেটে মাত্র এক কানাকড়ি
তবু যেতে হবে সীমানা ছাড়িয়ে অসীমার কাছে
ভাঙা নৌকোয় যাত্রা, তবুও জায়গা আছে।

অসীমা আমার বড় গরবিনী, নদীর মতো
যার তীরে নেই সহজ শান্তি
সে আমায় দেয় হাজার ভ্রান্তি
পথ ভুলে আমি পথেই নিজেকে খুঁজেছি কত !
যেতে হবে শেষে নিজেকে ছাড়িয়ে অসীমার কাছে
ভাঙা নৌকোয় যাত্রা, তবুও জায়গা আছে।

শরীরের ছায়া

ও চুলে তোমার বেণীবন্ধন কিছুতেই মানাবে না
চুল খুলে দাও হাওয়ায় অন্ধকারে
ও নীল বসনে ঝরুক লজ্জা, রেখাগুলি ঐ কাঁপে
দাঁড়াও এখানে পিপাসার পারে
হাওয়ায় অন্ধকারে !

ভুলতে চাই না নদী নীলিমার অশুভ কৌতূহলে
হাত বাঁধবো না গত জন্মের পাপে
ও দুটি চোখের তারার দ্যুতিতে পৃথিবীও বড় দীন
ও নীল বসনে ঝরুক লজ্জা, রেখাগুলি ঐ কাঁপে
মুখ ঢাকবো না গত জন্মের পাপে !

দাঁড়াও এখানে পিপাসার পারে
হাওয়ার অন্ধকারে
শরীরের ছায়া শরীরের লোভ করে।
যদি ভুল হয়, ছায়ার সঙ্গে যদি দূরে চলে যাই ?
তুমি তাই এসো রক্ত মাংসে, যে রকম আসে ফুল
গন্ধে গন্ধে মদির রাত্রি—এ রকম ছিল সাধ
শরীরের ছায়া শরীরের লোভ করে।

শীত এলে মনে হয়

মাঠ থেকে উঠে ওরা এখন গোলায় শুয়ে আছে
সোনালি ফসল, কত রোদ ও বৃষ্টির স্বপ্ন যেন
স্নেহ লেগে আছে
লাউমাচায়, গরু ও গরুর ভর্তা সবান্ধব পুকুরের পাশে
মুখে বিশ্রামের ছবি, যদিও কোমরে গাঁটে ব্যথা।

শীত এলে মনে হয়, এবার দুপুর থেকে রাত
মধুময় হয়ে যাবে, যে রকম চেয়েছেন পিতৃপিতামহ
তাঁদের মৃত্যুর আগে ভেবেছেন আর দুটো বছর যদি···
শীত এলে মনে হয়, এই মাত্র পার হলো সেই দু'বছর
এবার সমস্ত কিছু···
শীত চলে যায়, বছর বছর শীত চলে যায়,
সে দুটি বছর আর কখনো আসে না।

সমস্ত পৃথিবীময়

এই মুহূর্তে যে কাঁদলো তাকে কান্না থেকে মুক্তি দেবার
কোনো মন্ত্রই আমি জানি না—
সমস্ত পৃথিবীময় যেন ছড়িয়ে আছে আলগা অভিমান
কে কাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়—
কে হাসিমুখে ভেতরে ছুরি শানায়
তার কোনো ইতিহাস যেন কেউ কখনো না লেখে !

ভালোবাসার মধ্যেই শুয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি ভুল
প্রতিটি পল-অনুপলকে সন্দেহ হয়, সত্যি তো ?
শরীরের কাছে শরীর, আলিঙ্গনের মধ্যে তার নরম বুক
কী মধুর, কী সুন্দর, কী তীব্র যন্ত্রণা !
সেই সময়েও নিশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ শুনে শুনে মনে হয়
কার জন্য ? আমারই তো
কিছুতেই কেউ কখনো বোঝে না, সে পুরোপুরি আমার
একলা এসে বারান্দায় দাঁড়ালেই মনে হয়
সমস্ত পৃথিবীময় যেন ছড়িয়ে আছে আলগা অভিমান ।

পথের রাজা

পথের রাজাকে আমি দেখেছি গভীর রাত্রে
দৈবাৎ বারান্দায় এসে
তখনও বিপুল বৃষ্টি, আকাশ ভাসানো বৃষ্টি
রাত্রিকে বিহ্বল করা জল ছাঁট
সব ধুয়ে গেছে, সব কালো ও চিক্কণ,
গাছগুলি স্তব্ধ—জাগা, তারা পরস্পর
মুখ দেখে
আর কেউ নেই, বহুক্ষণ কেউ নেই, গাড়িরাও
ফিরে গেছে ঘরে
এমন নিশুতি ক্ষণে ধীর লয়ে
শব্দহীন পদপাতে হেঁটে যান
পথের সম্রাট

খালি গা, তামস রং, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল
ওষ্ঠে মৃদু হাসি,
এবং গুনগুন গান
শান্তভাবে দশ দিক দেখে
পথের সম্রাট ঠিক মাঝখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে
কোথায় বা কেন যান কিছুই বুঝি না !

দুঃখ ও জানে না

চোখে চোখ লেগে থাকে
শরীর নীরব
হরিৎ আভার মতো স্মৃতি জানে
সেরকম ভাষা—
ইতিহাস কিংবা তারও আগে থেকে
মানুষের যাবৎ পিপাসা
চোখে চোখ রেখে দেয়—শব্দ করে
নৈঃশব্দ্যের স্তব ।
আমার চোখের কোণে লেগে আছে
হিম দুঃখ স্মৃতি
দুঃখ ও জানে না
দূর অন্ধকারে পোড়ে কার শব !

ঘুরে বেড়াই

তোমার পাশে, এবং তোমার ছায়ার পাশে
ঘুরে বেড়াই
তোমার পোষা কোকিল এবং তোমার মুখে
বিকেলবেলা রোদের পাশে
ঘুরে বেড়াই
তোমার ঘুমের এবং তোমার যখন তখন অভিমানের
অর্থ খুঁজি অভিধানে
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই

গাছের দিকে মেঘের দিকে
বেলা শেষের নদীর দিকে
পথ চেনে না পথের মানুষ
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
মেলা শেষের ভাঙা উনুন ছাইয়ের গাদায়
ল্যাজ গুটানো একলা কুকুর
পুকুর পাড়ে মাটির খুরি, সবুজ ফিতে
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
তোমার পাশে এবং তোমার ছায়ার পাশে
ঘুরে বেড়াই।

তোমার খুশির জন্য

যদি আর আমি কিছুই না লিখি ?
সব ছেড়ে ছুড়ে বনবাসী হই, তুমি খুশি হবে ?

সে বন এখনো মানুষ চেনে না
আমি ছাড়া কেউ একলা যাবে না
এবং ফেরার কোনো পথ নেই
তুমি খুশি হবে ?

যা লিখেছি সব পুড়িয়ে ছড়িয়ে
চাঁড়ালের হাতে ছাই সঁপে দিয়ে
যদি চলে যাই ?

সমস্ত নাম উকো দিয়ে ঘষে
মুছে দিয়ে যাবো
আমার জন্য কাঁদবে না কোনো শিয়াল কুকুরও
তুমি খুশি হবে ?

তোমার খুশির জন্য আমি কি পৃথিবী ছাড়বো ?
যদি চাও, তাও ছেড়ে যেতে পারি

হে সমালোচক, আরও যা চাইবে সব মেনে নেবো
শুধু দয়া করে, আমাকে কখনো
আর তুমি ভালো লিখতে ব'লো না !

এখনো সময় আছে

(একটি ফরাসী কবিতার ভাব-অনুসরণে)

তখন তোমার বয়স আশী, দাঁড়াবে গিয়ে আয়নায়
নিজেই বিষম চমকে যাবে, ভাববে এ কে ? সামনে এ কোন্ ডাইনী ?
মাথা ভর্তি শণের নুড়ি, চামড়া যেন চোত-বোশেখের মাটি
চক্ষু দুটি মজা-পুকুর, আঙুলগুলো পাকা সজনে ডাঁটা !
তোমার দীর্ঘশ্বাস পড়বে, চোখের কোণে ঘোলা জলের ফোঁটায়
মনে পড়বে পুরোনো দিন, ফিসফিসিয়ে বলবে তুমি,
আমারও রূপ ছিল !
আমার রূপের সুনাম গাইতো কত শিল্পী-কবি !
তাই না শুনে পেছন থেকে তোমার বাড়ির অতি ফচকে দাসী
হেসে উঠবে ফিকফিকিয়ে
রাগে তোমার শরীর জ্বলবে ! আজকাল আর ঝি-চাকরের নেই কোনো
ভব্যতা !
মুখের ওপর হাসে ? এত সাহস ? তুমি গজগজিয়ে যাবে অন্য ঘরে
আবার ঠিক ফিরে আসবে, ডেকে বলবে, কেন ?
কেন রে তুই হাসিস ? তোর বিশ্বাস হলো না ?
আমারও রূপ ছিল, এবং সে রূপ দেখে পাগল
হয়েছিলেন অনেক লোকই, এবং কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় !
দাসীটি তার চোখ তুলবে কপাল জুড়ে, প্রকাশ্যেই বলবে
এবার বুঝি মাথা খারাপ হলো তোমার, বুড়ীমা ?
আবোল তাবোল বকছো তুমি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ?
সবাই যাঁকে শ্রদ্ধা করে, যাঁর কবিতা সবার ঠোঁটে ঠোঁটে
প্রতিবছর জন্মদিনে যার নামে হয় কয়েক ঘণ্টা বেতারে গান বাজনা
সেই তিনি, সেই কবি এমন বুড়ীর জন্য পাগল
হয়েছিলেন ? হি হি হি হি এবং হি হি হি হি
রাগে তোমার মুখের চামড়া হয়ে উঠবে চিংড়ি মাছের খোসা

তুমি ভাববে, এক্ষুনি সুনীলকে ডেকে যদি সবার
সামনে এনে প্রমাণ করা যেত।
কিন্তু হায়, কী করে তা হবে ?
সেই সুনীল তো মরেই ভূত পঁচিশ বছর আগে
কেওড়াতলার চুল্লিতে তার নাভির চিহ্ন খুঁজেও পাওয়া যায়নি !

তাই তো বলি, আজও সময় আছে
এখন তুমি সাতাশ এবং সুনীলও বেশ যুবক
এখনও তার নাম হয়নি, বদনামটাই বেশি
সবাই বলে ছোকরা বড় অসহিষ্ণু এবং মতিচ্ছন্ন
লেখার হাত ছিল খানিক, কিন্তু কিছুই হলো না।

তাই তো বলি, আজও সময় আছে
দাঁড়াও তুমি অখ্যাত বা কুখ্যাত সেই কবির সামনে
সোনার মতো তোমার ঐ হাত দু'খানি যেন ম্যাজিক দণ্ড
বলা যায় না, তোমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে একদিন সে হতেও পারে
দ্বিতীয় রবি ঠাকুর !
তোমার সব রূপ খুলে দাও, রূপের বিভায় বন্দী করো
তোমার রূপের অরূপ রঙ্গ তাকে সত্যি পাগল করবে
তোমার চোখ, তোমার ওষ্ঠ, তোমার বুক, তোমার নাভি···
তোমার হাসি, অভিমানের গুচ্ছ গুচ্ছ অশোক পুষ্প···
কিন্তু তুমি তখনই সেই সুনীল, সেই তোমার রূপের পূজারীর
চুলের মুঠি চেপে ধরবে, বলবে, আগে লেখো !
শুধু মুখের কথায় নয়, রক্ত লেখা ভাষায়
কাব্য হোক রূপের, শ্লোক, অমর ভালোবাসায় !

সে কোথায়

বালির ওপরে কার তাজা রক্ত ? এদিকে ওদিকে
চেয়ে দেখি
কোনো হিংস্র পশু বুঝি বিদ্যুৎ চমকে এসেছিল ?
বাতাসে নিষ্পাপ গন্ধ, কেউ নেই, সমস্ত শব্দও
চুপ করে আছে

উড়ন্ত আঁচল যেন নদীটির ঢেউ,
হালকা মেঘের ছায়া
ঈষৎ কিনারে এসে পা ডুবিয়ে আমি
হেঁট মুখে স্থির চেয়ে থাকি
বালির ওপরে কার তাজা রক্ত ? এই ছায়াময় দিনে
লুকিয়ে রয়েছে কোন হত্যাকারী ? সে কোথায় ?

ছবি খেলা

মনে আছে সেই রাত্রি ? সেই চাকভাঙা
মধুর মতন জ্যোৎস্না
উড়ো উড়ো পেঁজা মেঘ অলীক গর্ভের প্রজাপতি
দুগ্ধবর্ণ বাতাসের কখনো স্পর্শ ও ছবি খেলা
মিনারের মতো পাঁচটি প্রাচীন সুউচ্চ গাছ, সেই
মানবিক চষা মাঠ, তিনটি দিগন্ত দূর, আরও দূর
পুকুরের ঢালু পাড়ে তুমি শুয়ে ছিলে
মনে আছে সেই রাত্রি, সঠিক পথেই ঠিক
ভুল করে যাওয়া ?

বুকে কেউ চোখ ঘষে, উরুদ্বয়ে ভেঙে যায় ঘুম
হঠাৎ প্রবাসী গন্ধ, ফিসফাস, শব্দ এসে
শব্দকে লুকোয়
অশ্রুর লবণ থেকে উঠে আসে স্মৃতিকথা, পিঠে
কাঁকর ও তৃণাঙ্কুর, অথচ এমন রাত্রি, এমন
জ্যোৎস্নার মৃদু ঢেউ
কখনো দেখোনি কেউ সমস্ত শরীরে আলো যেন
খুব জলের গভীরে
সাবলীল ভেসে যাওয়া, কত দেশ, কত নদী
এমনকি মানুষজন্ম পার হয়ে এসে
যেমন ফুলের বুকে ঘ্রাণ কিংবা ঘ্রাণ ছেঁচে
জন্ম নেয় ফুল
মনে পড়ে সেই রাত্রি ? সঠিক পথেই ঠিক
ভুল করে যাওয়া ?

সারা দুনিয়ায়

সারা দুনিয়ায় এক দুর্নিবার চ্যাঁচামেচি, কেড়ে নিতে হবে !
হবেই তো !
যে না নেবে, তার মৃত্যু গাছের ডগায় !

সারা দুনিয়ায় আজ অবিশ্রান্ত হুড়োহুড়ি । কাল যেন শেষ
তার চিহ্ন,
সূর্যাস্তের লাল আভা, পাশে পোড়া ছাই !

সারা দুনিয়ায় আজ লজ্জাহীন রেষারেষি, কে পাবে অগ্রিম
হাত খোলা,
যে-হাত দেয় না কিছু, শুধু সব নেবে !

সারা দুনিয়ায় আজ সার্থকতা—মৃত্যুপণ, তারই নাম সুখ
দেখা যায়
নদীর অপর তীরে তার অন্য ভাই বসে আছে !

সকলেই যা চেয়েছে, ধরা যাক একদিন তাই পেয়ে গেল
তবু দেখো,
কবিতা লেখার জন্য ক'জন মানুষ শুধু,
কিছুই চাইবে না !

চাসনালা

এসেছে হাজারে হাজারে মানুষ, এসেছে, দেখেছে,
হাজারে হাজারে মানুষ এসেছে, দেখেছে
এসেছে পুলিশ, জিপ, ভ্যান, ট্রাক, এসেছে অনেকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে
এসেছে গ্রামীণ, এসেছে বিদেশী,
এসেছে শ্রমিক, এসেছে মালিক
এসেছে ভিস্তি, এসেছে বাদাম, ছোলা, কোকাকোলা
হালুয়া বরফি, গুলাবি রেউড়ি
এসেছে হাজারে হাজারে মানুষ, এসেছে, দেখেছে

হাজারে হাজারে মানুষ এসেছে, দেখেছে
এসেছে ব্যাকুল, এসেছে ক্রুদ্ধ, এসেছে মলিন
এসেছে শিশুরা, এসেছে মেয়েরা, এসেছে অন্ধ
আরো আসে আরো গাড়ির শব্দ, পায়ের শব্দ
আরো আসে আরো, আরো, আরো, আরো
এসেছে হাজারে হাজারে মানুষ, এসেছে, দেখেছে
হাজারে হাজারে মানুষ এসেছে, দেখেছে
দেখেছে ? দেখেছে ? সত্যি দেখেছে ?
দেখেনি কিছুই, দেখেনি কিছুই, দেখেনি কিছুই
ও ওর মুখের, সে তার মুখের
কে কার মুখের দিকে চেয়ে দেখে, দেখেনি, দেখেনি,
কিচ্ছু দেখেনি···

ভাই ও বন্ধু

আমার যমজ ভাই দুঃখ, আজ বহুদিন পলাতক
তার খোঁজে ইতিউতি যাবো—ইদানীং সময় পাই না
মাঝে মাঝে কেউ বলে, তোমার ভাইকে কাল দেখলুম হে
চুপচাপ জারুল গাছের নিচে বৃষ্টিতে ভিজছিল !
একটু আনমনা হই, উপন্যাস লেখা থেকে চোখ তুলে
সাদা দেয়ালের দিকে···
গুপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে নিজেকে ঠকিয়ে বলি
সে অনেক বদলে গেছে,
সে আর আমার মতো নেই
আমার যমজ ভাই দুঃখ, আজ বহুদিন পলাতক !

আমার বন্ধুর নাম চিরঋতু, সে অনেক
আগেকার কথা
তখন বাতাস ছিল হিরণ্ময়
তখন আকাশ ছিল অতি ব্যক্তিগত
তখন মাংসের লোভে যাইনি আমরা কেউ উঁচু প্রতিষ্ঠানে
তরল আগুন খেয়ে মাঝরাতে দেখিয়েছি হাজার ম্যাজিক
তখন বাতাস ছিল···তখন আকাশ ছিল··· সে অনেক

আগেকার কথা !
এখন অন্যের বাড়ি অকস্মাৎ ঢুকে পড়লে সব কথা
থেমে যায়
বিষয় বদলাতে গিয়ে গ্রীষ্মকালে কেউ শীতে কাঁপে
এমন কি নারীরাও···
আমার কঠিন মুখ, আচমকা কর্কশ বাক্য···নিজেই চমকে উঠি
যেন এক রণক্ষেত্র, পিঠ ফেরালেই আছে শত শত তীর
আমার বন্ধুর নাম চিরঋতু···চিরঋতু ? ঠিক নাম
মনে রেখেছি তো ?

প্রবাস

যাবে কি এবার বসন্তেই ?
আসছে শ্রাবণে
এসেছে শ্রাবণ, শোনো মেঘের গর্জন
আর দু'টো মাস
আশ্বিনের সাদা মেঘে ভরুক প্রবাস

আশ্বিনেও লেগে ছিল লোভ
শীত মদালসা
ফেরার অনৈক্য ছিল গ্রীষ্মে
কেটেছে বছর
এমন কি শেষ দিনে এলো ঘূর্ণিঝড় !

যাবে কি শতাব্দী সাঙ্গ হলে ?
না, না, তার আগে
অস্থিরতা রোদে কম্পমান
আর দেরি নেই
প্রাক্তন স্বদেশে ফেরা এই মুহূর্তেই !

সুন্দরের পাশে

সে এত সুন্দর, তাই তার পাশে বসি
রূপের বিভায় আমি সেরে নিই লঘু আচমন
রূপের ভিতর থেকে উঠে আসে বুক ভরা ঘুম
আমি তার চোখ থেকে তুলে নিই
মিহিন ফুলের পাপড়ি
গন্ধ শুঁকি, পুনরায় ঘুম থেকে জাগি
উজ্জ্বল দাঁতের আলো রক্তিম ওষ্ঠকে বহু দূরে নিয়ে যায়
রূপের সুদূরতম দেশে চলে যাবে এই ভয়ে
আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে···
সে এত সুন্দর তাই তার পাশে বসি !

রূপ যেন অভিমান, আমি কোনো সান্ত্বনা জানি না
যতখানি নিতে পারি, দিই না কিছুই
জানলার পাশ দিয়ে উঁকি মারে কার ছায়া ?
ওকি প্রতিদ্বন্দ্বী ?
ওকি নশ্বরতা ?
শিখেছি অনেক কষ্টে তার চোখে ধুলো দেওয়া
এই শিল্পীরীতি
চিরকাল না হলেও, বারবার ফেরানো যাবেই জেনে
রূপ থেকে সুধা পান করি
ঠিক উন্মাদের মতো চোখ থেকে ঝরে পড়ে হাসি ।

প্রকৃতির অলঙ্কার সে রেখেছে অনন্ত সীমানা জুড়ে জুড়ে
তাই প্রকৃতির কাছে অন্ধ হলে যাবো
সুমেরু পর্বতে আমি মাথা রাখি
সমুদ্রেরঢেউ লাগে হাতের আঙুলে
উরুর ভিতরে অগ্নি···এত মোহময়···
অরণ্যের গন্ধ মাখা···
নিশ্বাসে পলাশ ঝড়, বারবার
যুদ্ধের সুমিষ্ট স্বপ্ন, চোখ ঘুরে ঘুরে
যায়, আসে
নরম সোনালি দুই বুক যেন স্বর্গভূমি

এত মোহময়, তাই শিল্প···
যুদ্ধের অমর শিল্প···
সে এত সুন্দর তাই তার পাশে বসি !

তুমি জেনেছিলে

তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
হাত ছুঁয়ে বলে বন্ধু
তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়
হাসি বিনিময় করে চলে যায়
উত্তরে দক্ষিণে
তুমি যেই এসে দাঁড়ালে—
কেউ চিনলো না কেউ দেখলো না
সবাই সবার অচেনা !

প্রতীক্ষায়

গোলাপে রয়েছে আঁচ, পতঙ্গের ডানা পুড়ে যায়
হাওয়া ঘোরে দূরে দূরে
ফুলকে সমীহ করে
সূর্যাস্তও থমকে থাকে !

দেখো দেখো
আমার বাগানে এক অগ্নিময়
ফুল ফুটে আছে
তার সৌরভেও কত তাপ !
আর সব কুসুমের জীবন চরিত তুচ্ছ করে
সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে চতুর্দিকে
বৈদূর্যমণির মতো চোখ মেলে সে রয়েছে প্রতীক্ষায়
কার ? কার ?

সেদিন বিকেলবেলা

সাতশো একান্নতম আনন্দটি পেয়েছি সেদিন
যখন বিকেলবেলা মেঘ এসে
ঝুঁকে পড়েছিল
গোলাপ বাগানে
এবং তোমার পায়ে ফুটে গেল লক্ষ্মীছাড়া কাঁটা !
তখন বাতাসে ছিল বিহ্বলতা, তখন আকাশে
ছিল কৃষ্ণ কান্তি আলো,
ছিল না রঙের কোলাহল
ছিল না নিষেধ
অতটুকু ওষ্ঠ থেকে অতখানি হাসির ফোয়ারা
মন্দিরের ভাস্কর্যকে ম্লান করে নতুন দৃশ্যটি ।

এর পরই বৃষ্টি আসে সাতশো বাহান্ন সঙ্গে নিয়ে
করমচা রঙের হাত, চিবুকের রেখা
চোখে চোখ
গোলাপ সৌরভ মেশা প্রতিটি নিশ্বাস, যত্ন করে
জমিয়ে রাখার মতো ;
সম্প্রতি ওল্টানো পদতলে
এত মায়া, বায়ু ধায় নশো ঊনপঞ্চাশের দিকে
নগ্ন প্রকৃতির
এত কাছাকাছি আর কখনো আসিনি মনে হয়
জীবন্ত কাঁটার কাছে হেরে যার গোপন ঈশ্বর
রূপের সহস্র ছবি, বা আনন্দ একটি শরীরে ?

সে কোথায় যাবে ?

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো যা—
সে কোথায় যাবে ?
নিঝুম মাঠের মধ্যে সে এখন রাজা
একা একা দুন্দুভি বাজাবে ?

ছিল বটে রৌদ্রালোকে তারও রাজ্যপাট
সোনালি কৈশোরে
আজ উল্লুকের পাল হয়েছে স্বরাট
চৌরাস্তার মোড়ে।

দাঁতে দাঁত ঘষাঘষি, চোখের টঙ্কার
এরকম ভাষা
সে শেখেনি, তাই এই রূপকথায় তার
জন্ম কীর্তিনাশা!

গায়ে সে মেখেছে ধুলো, গূঢ় ছদ্মবেশে
বোবা ভ্রাম্যমাণ
অদৃশ্য সহস্র চোখ তবু নির্নিমেষে
ছিলা রাখে টান।

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো, যা—
সে কোথায় যাবে?
যেতে সে চায়নি? কেউ খুলেছে দরোজা
পুনরায় মনুষ্য স্বভাবে?

তমসার তীরে নগ্ন শরীরে

চিত্ত উতলা দশদিকে মেলা সহস্র চোখ
আমাকে এবার ফিরিয়ে নেবার জন্য এসেছে?
আর দুটো দিন করুণ রঙিন
পথ ঘুরে দেখা
হবে না আমার? পুরোনো জামার ছিঁড়েছে বোতাম?

তমসার তীরে নগ্ন শরীরে
দাঁড়ালাম আমি
পাশে নেই আর মায়া সংসার আকাশে অশনি
নদীটি এখন বড় নির্জন
জলে শীত ছোঁওয়া

কে জানে কোথায় ন্যায় অন্যায় সহসা লুকালো !
এক অঞ্জলি জল তুলে বলি,
হে আঁধারবতী,
বহু ঘুরে ঘুরে স্বপ্নে সুদূরে দেখা হয়েছিল
দুঃখে ক্ষুধায় এই বসুধায়
হয়েছি হন্যে
কখনো দাওনি সুধার চাহনি ফিরিয়েছো মুখ !
মনে আছে সব ? শেষ উৎসব
আজ শুরু হবে
মেশাবো এ জলে মন্ত্রের ছলে অতি প্রতিশোধ
শরীর জানে না কে কার অচেনা
তাই ছুঁয়ে দেখা
এ অবগাহন শরীর-বাহন চির ভালোবাসা !

যে আমায়

যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি
যে আমায় ভুলে যায়, আমি তার ভুল
গোপন সিন্দুকে খুব যত্নে তুলে রাখি
পুকুরের মরা ঝাঁঝি হাতে নিয়ে বলি,
মনে আছে, জলের সংসার মনে আছে ?
যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি !

যে আমায় বলেছিল, একলা থেকো না
আমি তার একাকীর অরণ্যে খুঁজেছি
যে আমায় বলেছিল, অত্যাগসহন
আমি তার ত্যাগ নিয়ে বানিয়েছি শ্লোক
যে আমায় বলেছিল, পশুকে মেরো না
আমার পশুত্ব তাকে দিয়েছে পাহারা !
দিন গেছে, দিন যায় যমজ চিন্তায়
যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি !

স্বপ্নের কবিতা

আমি তো দাঁড়িয়ে ছিলাম পাশে, সামনে বিপুল জনস্রোত
হলুদ আলোর রাস্তা চলে গেছে অতিকায় সুবর্ণ শহরে
কেউ আসে কেউ যায়, কারুর আঙুল থেকে ঝরে পড়ে মধু
কেউ দাঁতে পিচ কাটে, সুবর্ণষ্ঠীবীর স্মৃতি লোভ করে
কেউ বা ছুঁয়েছে খুব লঘু যত্নে, সুখী বারবনিতার
তম্বুরা যুগল হেন পাছা
কারো চুলে রত্নচ্ছটা, কারো কণ্ঠে কাঁচা-গন্ধ বাঘনখ দোলে
আমি তো দাঁড়িয়ে ছিলাম পাশে, সামনে বিপুল জনস্রোত।

কোথায় সুবর্ণ সেই নগরীটি ? কোন্ রাস্তা হলুদ আলোয় আলোকিত ?
কে দাঁড়িয়ে ছিল সেই পথপ্রান্তে ? আমি নয়, কোনোদিন দেখিনি সে পথ
আঙুলে কী করে ঝরে মধু ? কেন কেউ কণ্ঠে রাখে কাঁচা বাঘনখ ?
কিছুই জানি না আমি, এমন কি সুবর্ণষ্ঠীবীর ঠিক বানানেও রয়েছে সন্দেহ
তবু কেন কবিতা লেখার আগে এই দৃশ্য, অবিকল, সম্পূর্ণ অটুট
স্বপ্ন, কিংবা তার চেয়ে বেশি সত্য হয়ে ওঠে, আমার চৈতন্যে বেঁধে সূঁচ
প্রায় কোনো কাটাকাটি না করেই অফিস-টেবিলে বসে আমি
ঐ দৃশ্য লিখে যাই।

জেনে গেছি

এমন মানুষ রোজই দেখি, যাঁরা আমায় আগে চিনতেন
ডেকে বলতেন
এই যে সুনীল, কেমন আছো, বসো, চা খাও
এখন তাঁরা মুখ ফিরিয়ে শুকনো হাস্য,
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন
কালো গহ্বর।
বৃষ্টি হয়নি বিকেলবেলা, পোড়া গরম, আমারই দোষ ?
সে অপরাধে অনেকবার আমি হয়েছি মূল আসামী
ঘরে ঢুকলে অনেকে আজ জানলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে
হুকুম করেন।

মধ্যরাতে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল ট্রেন। আমার ঘুম হলো না
পাগলা হাওয়ায় উড়িয়ে নিল নীল রুমাল, একটি তারা
পুড়তে পুড়তে
খসে পড়লো বনের মাথায়
সেটাও যেন আমারই দোষ, সেই থেকে আর কথা বলে না
একটি মেয়ে।

বয়স হলো তিরিশ পার, বাঁ জুলপিতে তিনটে সাদা শিকড়
আর দু'দশটা বছর বাঁচবো,
এখন আমার পোশাক বদলে
তৈরি হয়ে নেবার পালা
অনেক যত্নে ধুয়েছি হাত, জটলা মাথায় পড়লো
আবার চিরুনি
দাড়ি কামানো আদুরে মুখ, বেরিয়ে পড়বো ফুরফুরে এক বিকেলে
একলা একলা অনেক দূরে যেতে হবে,
গোপন কোনো নদীর তীরে
অনেক দিন তো কাটলো, এবার নিজের সঙ্গে দেখা হবে না ?

হলুদ পাখিরা

ছিল আমার শূন্য খাঁচা, উড়তে উড়তে এলো একটা
হলুদ পাখি
খাঁচার উপর বসে খুশির ল্যাজ দোলালো
চোখ ঘোরালো
ছিল আমার শূন্য খাঁচা ছিটকিনি নেই, শুকনো বাটি
হলুদ পাখি তারই মধ্যে সুরুৎ করে ঢুকে পড়লো !

হলুদ রং যে অবিশ্বাসী সবাই জানে
পাতলা ঠোঁটে মধুর শিস সর্বনাশী
পালক ভরা আলোর খেলা দাঁড়ের ওপর
নাচের খেলা
কেন যে এই মোহিনী ভ্রম শূন্য খাঁচায় ঢুকে পড়লো !

আকাশ ভরা শূন্যতার প্রান্তে একটা শূন্য খাঁচা
হলুদ পাখি দিগন্তের শূন্য থেকে উড়তে উড়তে
বাসা বাঁধলো খাঁচার শূন্যে
ফাঁকা দেখলেই ভরে ফেলবে এই মানসে
দাঁড়ের ওপর ল্যাজ ঝুলিয়ে খুনসুটিতে চোখ মারবে
পাখা ঝাপটে গোপনতার আভাস দেবে
বলবে এবার খাঁচায় একটা আলগা মতন
ছিটকিনি দাও !

আমার গোপন

একটা ভীষণ গোপন কথা
খাঁচার মধ্যে বন্দী আছে
গোপন সে তো খুবই আপন
তবু এমন ছটফটানি
যেন সকাল থেকে সন্ধে
সারা বিশ্ব থমকে থেকে
আমার ক্ষুদ্র গোপনতার
নিশান দেখে সুনাম গাইবে ।

আমার গোপন ক্ষুদ্র ছিল
যখন তার জন্ম হয়নি
ক্রমশ তার চক্ষু ফোটে
ডানায় কাটে স্নিগ্ধ বাতাস
খাঁচায় আর ধরা যায় না
রঙিন জামার মধ্যে লুকোয়
শরীর দিয়ে খোঁজাখুঁজির
শেষেও তার শেষ মেলে না
আমার গোপন রাত্রিকালের
জ্যোৎস্না হয়ে লুটিয়ে থাকে ।

জল বাড়ছে

কেউ জানে না, গোপনে গোপনে জল বেড়ে উঠছে
জল বাড়ছে, তিস্তায়, জল বাড়ছে তোর্সা,
রাইডাক, কালজানি নদীতে
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে, শুকনো নদীগুলো
এখন উন্মাদিনী
নেমে আসছে পাহাড়ী ঢল, ভেসে যাচ্ছে ফসলের ক্ষেত,
ভেঙে পড়ছে চা-বাগান
ডুবছে গ্রাম, চুয়াপাড়া, হাসিমারা, বাক্সাদুয়ার
জল বাড়ছে মহানন্দার, জল বাড়ছে পুনর্ভবা,
নাগর এবং কালিন্দীতে
ক্রুদ্ধ বিদ্রোহী জল ফুঁসে ফুঁসে উঠছে
ঝাপটা মারছে হাতে হাত মিলিয়ে
ভেঙে পড়ছে ভালুকা, রতুয়া, বলরামপুর, ইংলিশবাজার
ঘুমন্ত গ্রামগুলির ওপর দিয়ে হুড় হুড় করে
এগিয়ে আসছে জলস্রোত
জল বাড়ছে অজয়, মুণ্ডেশ্বরী, কেলেঘাই নদীতে
জল বাড়ছে গঙ্গায়, পদ্মায়, যমুনায়, দামোদরে
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে
রোগা জল, কালো জল, দুঃখী জল, ভীতু জল
বুকের পাঁজরার মতো, তানপুরায় টংকারের মতো,
উড়ন্ত রুমালের মতো
জলের চঞ্চল খেলা
শত শত ভ্রমরীর সহসা দিগন্তে উড়ে যাওয়া
অন্তরীক্ষ জুড়ে একটা ঘোর শব্দ—যা সংগীত নয়
ফরাক্কা ডি ভি সি'র বাঁধে প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে জল
যেন লক্ষ লক্ষ বাহু—
এবার সব ভেঙে পড়বে
জল উপচে এসেছে বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুরে
শোনা যাচ্ছে সম্মিলিত গর্জন
ওরা আর পিছিয়ে যাবে না
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে
সমস্ত ঘুম ভেঙে দেবে এবার

জল গড়িয়ে এসেছে কলকাতার ময়দানে
চতুর্দিক থেকে শহরকে ঘিরে দৌড়ে আসছে ওরা
লাল, নীল, সবুজ বিভিন্ন রঙের
পতাকা ওড়ানো অফিসে দুমদাম করে
ধাক্কা দিচ্ছে জল
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে
এইমাত্র তারা ঢুকে এলো অফিসপাড়ায়
বিনয় বাদল দীনেশের মতো দুর্দান্ত সাহসী জল
লাফিয়ে উঠে পড়লো রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বারান্দায়…

For More Books
Visit
www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com